Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue: 79 & 80
July-Sept., Oct.- Dec. 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2024-12-05
Published: 2025-03.19

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i79-80.280

The Activities of the 'Center for Zakat Management' in Reducing Poverty : A Review

Guyal Mohammad Giaul Hoque (Foyejee)*

Abstract

Poverty signifies the inability to meet the minimum requirements of life's necessities with what one possesses. Although many strategies have been adopted in the modern world to reduce poverty, in reality poverty is increasing day by day. Zakat management ordained by Allah (SWT) can be considered as one of the methods to reduce the poverty. In order to prove that Zakat has been made obligatory to reduce the gap between the rich and the poor and to make the marginalized population economically self-sufficient it is essential to follow the appropriate method in the management of collection and distribution of Zakat. In the contemporary landscape of Bangladesh, the activities and methods adopted by the "Center for Zakat Management" can be presented as a model. For this, the research work in question has been arranged with the aim of providing guidelines for reducing poverty through giving and receiving Zakat in the light of the basic teachings of Islam as well as of modern management studies. Qualitative method has been followed in this research paper. The article in question has substantiated that if Zakat is paid through government, non-governmental and various institutions and by individuals following the proper methods, it may have the potential to reduce poverty in society. It is expected that this will eventually play a significant role in building a balanced society and achieving the SDG goals adopted by the government.

Keyword: zakat, poverty, niṣāb, management, institution

দরিদ্রতা হ্রাসে 'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট' এর কার্যক্রম : একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

দরিদ্রতা হলো নিজের কাছে যা আছে তা দিয়ে জীবনের আবশ্যকীয় জিনিসের ন্যূনতম চাহিদা মিটাতে সক্ষম না হওয়া। দরিদ্রতা হ্রাসকরণে আধুনিক বিশ্বে অনেক

* Guyal Mohammad Giaul Hoque (Foyejee) is an Assistant Professor of Shahpur Fazil (Degree) Madrasha, Monohargonj, Cumilla. E-mail: ziaulhoque01982@gmail.com

কৌশল গ্রহণ করা হলেও বাস্তবে দরিদ্রতা দিন দিন বেড়েই চলছে। আল্লাহ প্রদত্ত যাকাত ব্যবস্থাপনা এ দরিদ্রতা নিরসনের জন্য অন্যতম পন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যাকাত যে ধনী-গরীবের ব্যবধান কমানো এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্যই ফরয করা হয়েছে তা বাস্তবে প্রমাণিত হওয়ার জন্য যাকাত আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থাপনায় সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে "সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট" এর কার্যক্রম ও পদ্ধতিকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এজন্য ইসলামের মৌলিক অনুশাসনের আলোকে এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিদ্যার নিরিখে যাকাত প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাসকরণের দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখেই আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সাজানো হয়েছে। এ গবেষণা প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সরকারি, বে-সরকারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি উদ্যোগে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যাকাত প্রদান করলে সমাজ থেকে দরিদ্রতা হ্রাস করা সম্ভব হতে পারে।এতে করে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন ও সরকারের গৃহীত এসডিজির লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মূলশব্দ: যাকাত, দরিদ্রতা, নিসাব, ম্যানেজমেন্ট, প্রতিষ্ঠান।

ভূমিকা

দরিদ্রতা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম একটি সমস্যা। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই দরিদ্রতা মানুষের অন্যতম সমস্যা হিসেবে গণ্য ছিল। ইসলাম স্বভাবজাত জীবন ব্যবস্থা। মানব প্রকৃতি সবসময় দরিদ্রতা বিরোধী। এ কারণে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জীবনে দরিদ্রতা হ্রাসকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই ব্যবস্থার অন্যতম হলো যাকাত। বিশ্ব অর্থনীতিবিদ যে কয়টি সমস্যাকে মানবজাতির প্রধান সমস্যা হিসেবে মনে করেছেন, তার অন্যতম হলো দরিদ্রতা। মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের সরকার যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বিলি-বণ্টন করে তাহলে দেশের জনগণ ও সরকার উভয়েই উপকৃত হতে পারে। মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হলে রাষ্ট্রে শান্তি-শৃংখলার পরিবেশ তৈরি হয়। এছাড়া ব্যক্তি উদ্যোগে ও সম্মিলিত যাকাত ফান্ড গঠন করার মাধ্যমেও যাকাত বণ্টন করে দরিদ্রতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা সম্ভব হতে পারে। বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যাকাত ব্যবস্থাপনার কাজ করছে তাদের মধ্যে "*সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট*" (CZM) অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী যাকাত বিলি-বণ্টনে তুলনামূলক সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে আসছে। আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যাকাত ব্যবস্থাপনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে মডেল হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে দরিদ্রতা হ্রাসকরণে যাকাতের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি 'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজেমেন্ট' এর র্কাযক্রমকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে পাঠকগণ ইসলামের অন্যতম

এ ফরয ইবাদতটি সঠিকভাবে আদায় করার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। মানুষের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এই গবেষণা ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা যা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে। তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস (primary source) ও সহায়ক উৎস (secondery source) উভয় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে কুরআন ও হাদীস থেকে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সহায়ক উৎস হিসেবে পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে প্রবন্ধে সকল শ্রেণিপেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জরিপ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এটা করা সম্ভব হলে প্রবন্ধটি আরো সমৃদ্ধ হতো।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যাকাতের উপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[১] এছাড়া আরবি, উর্দু ভাষার কিছু বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে।[২]

প্রফেসর ড. আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম রচিত "*যাকাত ও 'উশর*" নামক গ্রন্থে যাকাত দানের পুরস্কার, না দেয়ার পরিণতি, যাকাতের নিসাব, 'উশর ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান রচিত "*ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*" বইয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণে যাকাত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া ড. জাবেদ মুহাম্মাদ রচিত "*ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*" নামক বইয়ে লেখক যাকাত না দেয়ার শাস্তি, নিসাব, উশর, যাকাতের হকদার, সাদাকাতুল ফিতর ইত্যাদি আলোচনা করেছেন।

লেখিকা ফারিশতা জ. দ. যায়াস তাঁর Law and Philosophy of Zakat নামক গ্রন্থে যাকাত আইনের মূলনীতি, কর, যাকাত প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।[৩]

---

১. মুফতি আবদুল্লাহ মাসুম. *যাকাতের আধুনিক প্রয়োগ* (ঢাকা: সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, ২০২৩খৃ:)। ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ* (ঝিনাইদহ: আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০২৩ খৃ:)। মাওলানা মামুন রশিদ, *সুন্নত তরীকায় যাকাত* (ঢাকা: মাকতাবাতুয যাকারিয়া, ২০০১ খৃ:)। ড. খ ম আবদুর রাজ্জাক, *যাকাত বিষয়ক প্রচলিত ভুল ও সমাধান* (ঢাকা: দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০২৩ খৃ:) ইত্যাদি।

২. আল্লামা ইউসুফ কারযাভি রহ. রচিত دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية এ বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেছেন ড. মাহফুযুর রহমান *অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের ভূমিকা* নামে, (ঢাকা:প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০২০ খৃ:)। মুফতি ইনআমুল হক কাসেমী রচিত *যাকাত কে মাসায়েল কা এনসাইক্লোফেডিয়া* নামক বইয়ের অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবু হানিফ *যাকাত বিশ্বকোষ* নামে ইত্যাদি।

৩. উক্ত বইয়ের অনুবাদ করেছেন হুমায়ুন খান *যাকাতের আইন ও দর্শন* নামে (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ খৃ:)।

ড. জাবেদ মুহাম্মাদ রচিত *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত* নামক বইয়ে লেখক যাকাত না দেয়ার শাস্তি, নিসাব, উশর, যাকাতের হকদার, সাদাকাতুল ফিতর ইত্যাদি আলোচনা করেছেন।

গবেষক মুহাম্মাদ হামিদুর রহমান ও আবুল কালাম মোহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ এর দ্বৈতভাবে রচনা করেন "বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকদ্বয় যাকাতের সংজ্ঞা, দলীল, ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পর্যালোচনা করেছেন (Rahman & Obaidullah, 2021)।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, লেখক ও গবেষকগণ তাঁদের রচনাবলীতে যাকাতের বিধান, যাকাত বণ্টনের খাত, ফসলের যাকাত, যাকাতের মাসআলা ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

এদিক থেকে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি "সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজেমেন্ট" এর কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাসকরণে একটি সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে আবশ্যক ও সময়োপযোগী।

যাকাতের পরিচিতি

যাকাত (زَكَوٰةٌ) আরবি শব্দ। এটি زَكَاءٌ শব্দ থেকে উৎকলিত। অভিধানে (زَكَوٰةٌ) শব্দটির কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। যেমন:

- اَلنَّمَوُ وَالزِّيَادَة বা প্রবৃদ্ধি হওয়া।
- اَلطَّهَارَة বা পবিত্র হওয়া বা পরিশুদ্ধ হওয়া।
- اَلصَّلَاحُ বা সততা।
- اَلْمَدْحُ বা প্রশংসা করা ইত্যাদি। (al-Mausūʿah 1427H, 23:226)

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. ইবনে আরাবির বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, যাকাত শব্দটি ব্যয়নির্বাহ, অধিকার, ক্ষমা, আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক দান ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয় (Ibn Ḥajar 1371H, 3:62)।

আল-কুরআনে যাকাত শব্দের সমার্থক আরেকটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা হলো صَدَقَةٌ। যেমন মহান আল্লাহর বাণী:

﴿خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ﴾

আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করতে পারবেন। এবং তাদের জন্য দুআ করুন। (al-Qurʾān 9:103)

রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বিভিন্ন হাদীসেও এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন তিনি সাঃ বলেছেন,

فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

যদি তারা (আহলে কিতাবগণ) এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সদকা (যাকাত) ফরজ করেছেন- যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে (al-Bukhārī 1422H, 1496)

আল-কুরআনে আরেকটি শব্দ পাওয়া যায়, যেটি যাকাত অর্থে মহান আল্লাহ ব্যবহার করেছেন, সেটা হলো اِنْفَاقُ। যেমন মহান আল্লাহর বাণী:

﴿يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সকল হালাল বস্তু উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য মাটি হতে যা যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় কর। (al-Qur'ān, 2:267)

আলোচ্য আয়াতে 'ইনফাক' দ্বারা উপার্জিত অর্থ ও ফসলের যাকাত বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনে যাকাত অর্থে আরেকটি শব্দ পাওয়া যায়, সেটা হলো : حق (হক্ব) তথা: অধিকার বা পাওনা। আল্লাহ তাআলা উক্ত শব্দ দ্বারা কোথাও যাকাত বুঝিয়েছেন। যেমন ফসলের যাকাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ﴾

তোমরা ফসল কাটার দিন তার হক (যাকাত) আদায় করে দাও। (al-Qur'ān, 6:141)

আলেমগণ বিভিন্নভাবে যাকাতের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন:
ইমাম আল- মাওয়ারদী রহ.[৪] যাকাতের সংজ্ঞায় বলেন,

اسم صريح لاخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على اوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة

নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু গ্রহণ করার নাম যাকাত (al-Māwardī 1999, 3:71)।

শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আল-জাযিরী রহ. বলেন,[৫]

شرعا تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة

৪. আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে হাবিব আল-বাসরি আল-মাওয়ারদী। তিনি ৯৭২ খৃ: ইরাকের বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাফেঈ মাযহাবের একজন ইসলামী আইনবিদ ছিলেন। তিনি বাগদাদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি *'আল-আহকাম আল-সুলতুনিয়্যাহ'* (দ্য অর্ডিনেন্স অব গভর্নমেন্ট) গ্রন্থের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ১০৫৮ খৃ: ২৭ মে আব্বাসীয় খিলাফতকালে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

৫. আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আল- জাযিরী। প্রসিদ্ধ ফকীহ ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব । তিনি ১৮৮২ খৃ: মিশরের জাযিরা শান্বীল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল- আজহার বিশ্ববিদ্যারয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি হানাফী ফিকহে অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি অনেকগুলো কিতাব রচনা করেছেন। তার মধ্যে *আল- ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া* অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ১৯৪১ খৃ: ইন্তেকাল করেন।

শরীয়তের আলাকে যাকাত বলা হয়: যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া। (al-Jazīrī 2003, 1:536)

আধুনিক সময়ের প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাভী রহ. বলেন,

الزكاة فى الشرع : تطلق على الحصة المقدرة من المال التى فرضها الله للمستحقين كما تطلق على نفس اخراج هذه الحصة

শরীয়তে যাকাত ব্যবহৃত হয় আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত হকদারদের জন্য ফরযকৃত সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ বোঝানোর জন্য। সম্পদের এই নির্দিষ্ট অংশ দান করাকেও যাকাত বলা হয়। (al-Qarḍāwī 1973, 38)

সহজ কথায়, যাকাত হলো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ যা নির্দিষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা আবশ্যক।

যাকাত বন্টনের খাতসমূহ

যাকাত প্রদানের খাত নির্দিষ্ট। পবিত্র কুরআনে যাকাত প্রদানের খাতসমূহ উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

যাকাত বস্তুত শুধু ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়ে কাজে নিযুক্ত কর্মচারী এবং যাদের অন্তরকে (ইসলামের প্রতি) আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য প্রযোজ্য। (এছাড়া এটা বণ্টন করা হবে) দাসমুক্তিতে, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (al-Qur'ān 9:60)

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আলোচ্য আয়াতে যে ৮টি খাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার বেশিরভাগই দারিদ্র্যের সাথে সম্পৃক্ত। এর মাঝে ৩ নম্বর খাতটি একটু ব্যতিক্রম এবং সেই সাথে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি যাকাত আদায়ের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট, যা একটি জটিল ও শ্রমসাপেক্ষ কাজ। এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এটাই সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। সুতরাং তাদের বেতন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যুক্তিযুক্ত। এভাবে, যাকাত শুধু গরিবদের সাহায্য করেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং যাকাত ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও উপার্জন নিশ্চিত করে, যা সমাজের সার্বিক উন্নতির দিকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

সর্বোপরি, আল-কুরআন ও আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, যাকাত ফরয করার আসল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রতা হ্রাস করা। সুতরাং যাকাত উত্তোলন ও বিলি-বণ্টন ব্যবস্থাপনার সকল আয়োজনই হবে দরিদ্রতা হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে। এর ব্যতিক্রম হলে বুঝতে হবে যে, ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে যাকাত সঠিকভাবে বিলি-বণ্টন করা হচ্ছেনা।

দরিদ্রতা ও ইসলাম

ইসলামে দরিদ্রতার বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ইসলাম দরিদ্রতাকে কেবল একটি সাময়িক সংকট হিসেবে দেখে না, বরং এটি নির্মূলের লক্ষ্যে কাজ করে। দরিদ্রতার ব্যাপারে ইসলামের মনোভাব স্পষ্ট। ইসলাম মনে করে, দরিদ্রতা ঈমান-আকীদাহ, আখলাক, পরিবার ও সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইসলাম সকল প্রকারের দরিদ্রতাকে আপদ ও মুসিবত মনে করে এবং তা নিরসনের জন্য কাজ করে। ইসলাম চায় সকল মুসলিম দারিদ্র্য মুক্ত থাকুক। আল্লাহর রাসূল ﷺ মহান আল্লাহর কাছে সবসময় দারিদ্র্যমুক্ত জীবন চাইতেন। উম্মুল মুমিনিন আয়শা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ এ দুআ পাঠ করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ

ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে দোযখের ফিতনা, দোযখের আযাব, কবরের ফিতনা, কবরের আযাব, প্রাচুর্যের ফিতনা ও অভাবের ফিতনা থেকে পানাহ চাই। (al-Bukhārī 1422H, 6377)

এ ছাড়াও আরো কয়েকটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ দরিদ্রতা ও কুফুরি থেকে পানাহ চেয়েছেন। এর কারণ হলো, দরিদ্রতার কারণে মানুষ হীনমন্যতায় পতিত হয়। ঈমানকে বিক্রি করে দেয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং বাংলাদেশেও দরিদ্রতা ও অভাবের সুযোগ নিয়ে বহু মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। সুতরাং ঈমান রক্ষার জন্যও দরিদ্রতা হ্রাস করা আবশ্যক। এ ছাড়া মানুষকে ইসলাম সকল সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا﴾

আর অমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি, তাদের স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদের দিয়েছি উত্তম রিযিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর অনেককে মর্যাদা দিয়েছি। (al-Qur’ān, 7:70)

আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী মানুষ তাঁর প্রতিনিধি। তাই মানুষকে সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে রাখার দায়িত্ব মহান আল্লাহর। মানুষের সম্মান ও মর্যাদা শুধু তার আধ্যাত্মিক গুণাবলীর মাধ্যমে নয়, বরং তার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থাও এর সাথে জড়িত। দরিদ্রতা মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে, কারণ এটি তাকে পরনির্ভরশীল করে তোলে এবং জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য তাকে অন্যের সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

এ কারণে মহান আল্লাহ তাআলা যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা স্থায়ীভাবে রক্ষা করার জন্য আসমানী বিধান দিয়েছেন। যাকাত শুধু দরিদ্রদের সহায়তা নয়, বরং এটি সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্রদেরকে

আত্মনির্ভরশীল করার একটি ব্যবস্থা। যাকাতের মাধ্যমে গরিবদের একটি সম্মানজনক জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা তাদের আত্মমর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। একইভাবে সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া একদিকে যেমন দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক, তেমনি সমাজে সাম্য ও শান্তির প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দরিদ্রতার পরিচিতি

আরবী (فقير) শব্দটি একটি কর্তৃবাচক শব্দ। এটি একবচন। বহুবচনে فقراء অর্থ অভাবি, দরিদ্র। শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে الفقر ক্রিয়ামূল হতে। আর الفقر অর্থ (الحاجة) বা অভাব, অনটন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ... ﴾

শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয় ... (al-Qur’ān, 2:268) ।

ফকীর তথা দরিদ্র ব্যক্তি পরিচয় দিতে গিয়ে ‘আল-মুনজিদ’ প্রণেতা উল্লেখ করেন,

مَنْ يَحْتاج إلى ضَرُورِيَّات الحياة أو لا يملِك إلاَّ أَقلَّ القُوت،مَنْ ليس عنده مال أو موارد للقِيام بمَعاشه

ফকীর ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে জীবনের আবশ্যকীয় জিনিসের মুখাপেক্ষী, অথবা যার নিম্নতম খাদ্য নেই, যার এমন সম্পদ নেই অথবা জীবন যাপনের ব্যবস্থা নেই (Ḥamawī 2000, 1103)।

শায়খুল ইসলাম ইমাম গাযালি রহ. বলেন,

الفقر عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه

দরিদ্রতা হলো, যে বস্তুর প্রয়োজন তা বিদ্যমান না থাকা। (al-Ghazālī ND, 4:190)

বিশ্ব ব্যাংকের হিসেবে, দৈনিক ২.১৫ ডলারের কম আয় করা মানুষ চরম দরিদ্র বলে গণ্য হবেন (World Bank 2024, 1)।

বাংলাপিডিয়া অনুসারে, দারিদ্র্য এমন অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করার সক্ষমতা হারায় (Banglapedia Nd)।

সহজ কথায়, সাধারণভাবে দরিদ্রতা বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে ব্যক্তি বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার নিকট গ্রহণযোগ্য একটি ন্যূনতম জীবনমান ধারণ উপযোগী সম্পদের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ যেসব খাতে যাকাত বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছেন, তার প্রায় সবকটিই কোনো না কোনোভাবে দরিদ্র্যতা, প্রয়োজন বা অভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত। এছাড়া, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের যাকাত বণ্টন নীতির পর্যালোচনা করলেও এটি প্রমাণিত হয়

যে, যাকাত ফরজ করার মূল উদ্দেশ্যই হলো দারিদ্র্য বিমোচন।

দরিদ্রতার কারণ ও যাকাত

দরিদ্রতা হ্রাসের জন্য প্রথমেই এর কারণগুলো চিহ্নিত করা আবশ্যক। যেমন একজন রোগীর সফল চিকিৎসার জন্য রোগের উৎস ও কারণ নির্ণয় করা অপরিহার্য, তেমনই দরিদ্রতার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করলেই এটি হ্রাসের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। সমাজে বিদ্যমান দরিদ্রতার বিভিন্ন প্রকার ও তার অন্তর্নিহিত কারণ বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত সমাধানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা সম্ভব। যাকাত এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দরিদ্রতার বিভিন্ন কারণগুলো নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

- **বাধ্যগত বেকারত্ব**

বাধ্যগত বেকারত্ব দরিদ্রতার একটি বড় কারণ। অনেক মানুষ প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের অভাবে শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারেন না, ফলে তারা দরিদ্রতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকেন। এই সমস্যার সমাধানে যাকাত তহবিল ব্যবহার করে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে পারে, যা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করবে।

আবার বাধ্যগত বেকারত্ব অনেক ক্ষেত্রে পুঁজির অভাবে সৃষ্টি হয়। সমাজে এমন বহু ব্যক্তি রয়েছেন, যারা ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছেন না। কেউ কেউ পূর্বে ব্যবসায়িক ব্যর্থতার শিকার হয়েছেন, আবার কেউ শুরুতেই পুঁজি সংকটের কারণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছেন না। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য যাকাত তহবিল থেকে স্থায়ী মূলধনের ব্যবস্থা করা হলে তারা পুনরায় ব্যবসা শুরু করতে পারবেন এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবেন। ফলে তাদের বেকারত্ব দূর হবে এবং তারা অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

- **প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব**

অনেক দক্ষ শ্রমিক রয়েছেন, যারা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে কাজ করতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, একজন দক্ষ রাজমিস্ত্রি যদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না পান, তবে তার কর্মসংস্থান সম্ভব হয় না। যাকাত তহবিল থেকে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ করা হলে তারা স্বাবলম্বী হতে পারবেন এবং তাদের পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন।

- **উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব**

বহু শ্রমিক রয়েছেন, যারা পরিশ্রম করতে সক্ষম কিন্তু কর্মসংস্থানের অভাবে বেকারত্বের শিকার। যেমন, কিছু ব্যক্তি ড্রাইভিং শিখেছেন কিন্তু নিজস্ব যানবাহনের

অভাবে আয় করতে পারছেন না। যাকাত তহবিলের মাধ্যমে তাদের জন্য যানবাহন কেনার ব্যবস্থা করা হলে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন। একইভাবে, শ্রমিকদের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হলে তাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এর ফলে তারা কেবল চাকরি প্রাপ্তিই নয়, বরং ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা মালিক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

- **অলসতা ও কর্মবিমুখতা**

এছাড়া সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বেকারত্বের শিকার। অলসতা ও কর্মবিমুখতা তাদের জীবনের একটি অংশে পরিণত হয়েছে। এদের কর্মসংস্থানের দিকে ধাবিত করতে হলে সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তিদের কর্মমুখী করতে যারা শ্রম ও প্রচেষ্টা নিবেদন করবেন, তাদের জন্যও যাকাত তহবিল থেকে পারিশ্রমিক প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে অলস ও কর্মবিমুখ জনগোষ্ঠীকে উপার্জনক্ষম শ্রমশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব, যা সামগ্রিকভাবে দরিদ্রতা হ্রাসে সহায়ক হবে।

- **শারীরিক অক্ষমতা**

উপার্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে শিশু, বৃদ্ধ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা। এসব ব্যক্তিদের জীবনধারণের জন্য যাকাত একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কর্মমুখী করার জন্য যাকাত তহবিল থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্কুল এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা কারখানা গড়ে তুললে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন। এছাড়া, দুর্ঘটনার ফলে যারা অঙ্গহানি বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে দরিদ্রতায় পতিত হয়েছেন, তাদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের মাধ্যমে পুনরায় কর্মক্ষম করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সুপরিকল্পিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাকাত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন সম্ভব।

দরিদ্রতার উপরিউক্ত কারণগুলো ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন নিশ্চিত করা দরকার। সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনা একটি টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারে, যা দরিদ্রতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং সমাজে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

যাকাত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

ইংরেজি Management শব্দের বাংলা হলো ব্যবস্থাপনা। Manage শব্দটি ইতালিয়ান Meneggiare শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো: ঘোড়া পরিচালনা করা (Rahman & Obaidullah 2021, 140)।

ব্যবস্থাপনা হলো, পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রন, নির্দেশনা, সমন্বয় ও প্রেষণার সমষ্টি যা কোন প্রতিষ্ঠানের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য দক্ষতার সঙ্গে অর্জনের নিমিত্তে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য প্রয়োগ করা হয়। যাকাত ব্যবস্থাপনা হলো, যাকাত উত্তোলন ও বন্টনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়ার সমাহার।

ইসলাম দারিদ্র্যকে সাময়িকভাবে লাঘবের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে হ্রাস করতে চায়। ইসলামের মূলনীতি হলো সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দারিদ্র্য দূর করে অর্থনৈতিক সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাকাত ব্যবস্থাপনায় একটি সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণযুগের মানুষগণ সফলতা অর্জন করেছিলেন। নিম্নে উক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো:

- **প্রথম পদ্ধতি: রাষ্ট্রীয় ও সরকারি ব্যবস্থাপনা**

যাকাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো সমাজ থেকে দরিদ্রতা হ্রাস করা। কেবল সাময়িক কিছু সহায়তা প্রদান করে দরিদ্র ব্যক্তিকে বিদায় করে দেয়ার জন্য যাকাত ফরয করা হয়নি। এ কারণে যাকাতের বিলি-বণ্টন রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং খোলাফায়ে রাশেদাগণ রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বিতরণের এই ব্যবস্থাই অনুসরণ করেছিলেন। যাকাত বিলি বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস এবং সাহাবাদের কর্মনীতি পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে, এটা দরিদ্রতাকে হ্রাস করার জন্য সর্বোত্তম। পবিত্র কুরআনে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের চারটি মূল দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاٰتَوُا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ﴾

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সব কাজের চুড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর ইখতিয়ারে। (al-Qur'ān, 22:41)

এই আয়াতের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে যাকাত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব স্পষ্ট করা হয়েছে। সীরাত থেকে উপলব্ধ হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এ ছাড়া তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদেরকেও রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন মুয়াজ বিন জাবাল রা. কে তিনি ﷺ ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন,

فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

যদি তারা (আহলে কিতাবগণ) এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সাদকা (যাকাত) ফরজ করেছেন- যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে (al-Bukhārī 1422H, 1496)।

প্রথম খলীফা আবু বকর রা. যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তখন কিছু মুসলমান যাকাত দিতে অস্বীকার করল। তিনি রা. বিষয়টি সহজভাবে গ্রহণ করেননি। বরং সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেন,

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه

আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কারণ যাকাত হলো মালের হক। যদি কেউ একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় আদায় করত, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো (al-Bukhārī 1422H, 7284)

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদা রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনাকে কতটা গুরুত্ব দিতেন। এটাও বোঝা যায় যে, তাঁরা এ বিষয়ে কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করতেন এবং সংগৃহীত যাকাত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো। আল্লাহর রাসূল ﷺ যে সকল কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন–

- হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.- মদীনা
- হযরত খালিদ ইবনে ওলিদ রা. - ইয়েমেন, মাআরিব
- আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.- খায়বর
- আমর ইবনুল আস রা. - বনু ফাযারাহ
- আদি ইবনে হাতেম তাঈ রা. - বনু তাঈ, বনু আসাদ
- আব্বাস ইবনে বিশর আশহালী রা. - বনু সুলাইম
- যিয়াদ ইবনে লাবিদ রা. - হাদরামাউত
- দাহহাক ইবনে সুফইয়ান আল-কিলাবি রা. - বনু কিলাব
- আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রা. - নাজরান
- বুরাইদা ইবনুল হাসিব রা. -বনু গিফার, বনু আসলাম
- আবান ইবনে সাঈদ রা. -বাহরাইন
- উইয়াইনাহ ইবনে হিসান রা. -বনু তামীম

- বিশর ইবনে সুফইয়ান রা. -বনু কা'ব
- সা'দ ইবনে হুযাইম রা. -বনু হুযাইম
- আলী রা. -বনু নাজির। (Rabbani & Qasemi 2021, 152)

অতএব, এটি সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগ থেকেই যাকাত ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। তাঁর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদাগণও এই ব্যবস্থাপনাকে তাঁদের খিলাফতের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেই যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

- **দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ বেসরকারি উদ্যোগ**

যাকাত ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়ন করা। যদি কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে সরকারিভাবে যাকাত উত্তোলন ও বণ্টনের ব্যবস্থা না থাকে, তবে প্রত্যেক সাহিবে নেসাব মুসলিম ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত উদ্যোগে যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করতে পারে। এজন্য প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভালো; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দাও, তা তোমাদের জন্য আরও ভালো। এতে তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা সম্যক অবগত। (al-Qur'ān, 2:271)

এ আয়াতে 'সাদাকা' শব্দটি যাকাত ও সাধারণ দান- উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকাশ্য ও গোপন দানের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে দেখা যায় সরকারির চেয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনা বেশি কার্যকর হচ্ছে। কারণ সরকারির চেয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। এটিও অনেক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনার মতই কার্যকর। যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা সম্ভব না হয়, তখন বেসরকারি উদ্যোগই একমাত্র বিকল্প।

- **তৃতীয় পদ্ধতিঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগ**

ইতিহাসে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় খলিফা উমর রা. এর শাসনামল পর্যন্ত যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থাপিত হতো। কিন্তু তৃতীয় খলিফা উসমান রা. এর সময়ে ইসলামের ব্যাপক প্রসারতার কারণে যাকাত ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসে। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায়, তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে যাকাত আদায় ও বণ্টনের দায়িত্ব সম্পদ মালিকদের ওপর অর্পণ করেন। তিনি বলেন,

فمن كان عليه دين فليقض دينه ، وليزك بقية ماله

'যার ওপর ঋণ রয়েছে, সে যেন তা পরিশোধ করে, আর বাকি সম্পদের যাকাত আদায় করে' (Ibn Qudāmah 1985, 2:342)।

এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যক্তি উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনার প্রচলন শুরু হয়। তবে এই ভুল ভাবার সুযোগ নেই যে, মুসলিম বা ইসলামী সরকারের যাকাত ব্যবস্থাপনার আর কোনো দায়িত্ব নেই। ইমাম আল-কাসানি রহ. উসমান রা. এর উক্ত কথা উল্লেখ করে বলেন,

فهذا توكيل لأرباب الأموال بإخراج الزكاة فلا يبطل حق الإمام عن الأخذ

এটি সম্পদশালীদের জন্য (নিজে নিজেই) যাকাত প্রদান করার অনুমতি প্রদান, তবে এর মাধ্যমে শাসকের যাকাত গ্রহণের অধিকার বিলুপ্ত হয় না। (al-Kāsānī 1986, 2:7)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত যাকাত উত্তোলন ও বণ্টন মুসলিম শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে থাকবে।

বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে যাকাত প্রদানে মানবসৃষ্ট সমস্যা

বর্তমানে দেখা যায়, সরকারি উদ্যোগের তুলনায় বেসরকারি ও ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় অধিক হারে যাকাত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে সঠিক নীতি অনুসরণ না করায় ব্যক্তি উদ্যোগে যাকাত ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও অপচয়ের কারণে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। কিছু ক্ষেত্রে যাকাত বিতরণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে হতাহতের ঘটনাও ঘটছে, যা ইসলামের এ মহান বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বিশেষত বাংলাদেশে যাকাত প্রদানের সময় এমন ত্রুটি ও বিশৃংখলার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

২০১২ ইং সালে দৈনিক যুগান্তরের এক নিবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে যে, দেশে গত ৪০ বছরে যাকাত নিতে গিয়ে পদদলিত হয়ে নিহত হয়েছেন প্রায় ৩০০ মানুষ। আহত হয়েছেন হাজার হাজার। এদের মধ্যে রয়েছেন অসংখ্য নারী ও শিশু (Hossain, 2011)। উপরিউক্ত তথ্য বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ফুটে ওঠে। যেমন:

প্রথমতঃ এই ধরনের দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা আমাদের সচেতন করে যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাকাত বিতরণের সময় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব থেকে গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বিশাল ভিড়ের কারণে মানুষের মৃত্যু এবং আহত হওয়ার ঘটনা এই ধরনের উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যাগুলি সামনে নিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয়তঃ এটি স্পষ্ট হয়ে যে, যাকাতের সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা না থাকলে তার পরিবর্তে নেতিবাচক পরিণতি আসতে পারে। ইসলামী নীতিমালার মধ্যে, যাকাত একটি ফরয ইবাদত, যার উদ্দেশ্য দরিদ্রদের সহায়তা করা এবং সমাজের আর্থিক অসমতা কমানো। যদি যাকাত বিতরণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা ছাড়া, অগোছালোভাবে, এবং বিনা সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এই কাজ করেন, তবে এটি

সঠিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে না, বরং এর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি ও অবমাননা হতে পারে। এর ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

তৃতীয়তঃ ইসলামে যাকাত বিতরণের নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে, যা মানুষকে লজ্জিত না করে তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সহায়তা দেয়ার জন্য নির্দেশিত। অতএব, ব্যক্তি উদ্যোগে যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সুবিন্যস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক কথায়, যাকাতের বিতরণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত হওয়া উচিত, যাতে এটি দরিদ্রদের জন্য উপকারী হয় এবং বিপদসংকুল পরিস্থিতি তৈরি না হয়। যাকাত প্রদানের অব্যবস্থাপনাগত দুঃখজনক বাস্তবতা আমাদের দেখায় যে, যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে শুধু অর্থ বা সামগ্রী বিতরণের প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে কার্যকর করার বিষয়।

প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও সহায়তার মাধ্যমে যাকাত প্রকৃতপক্ষে সমাজে দারিদ্র্য কমানোর কার্যকরী উপায় হতে পারে এবং এটি ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতি সঠিক আনুগত্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট' (CZM) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বেসরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান যাকাত ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার শীর্ষে রয়েছে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট। এ প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং প্রায় ষোল বছর যাবত সারা দেশে তাদের সেবা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ আইউব মিয়া, কেন্দ্রীয় অফিস ১১৩/বি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। দরিদ্রতা হ্রাসে তুলনামূলক উপযুক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য BQSR Quality Assurance (Pvt.) Ltd- থেকে ISO 9001:2015 সনদ লাভ করে। এটি একটি বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এটি বাংলাদেশের দরিদ্র্য ও দুঃস্থ মানবতার সেবায় দেশে বিদেশে যাকাত দাতাদের থেকে যাকাত কালেকশন করে তা হকদারের কাছে পৌঁছে দেয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল উপজেলায় উক্ত প্রতিষ্ঠানটির জনশক্তি সহ অফিসিয়াল ও মাঠপর্যায়ে প্রত্যক্ষ কার্যক্রম রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির আয়ের উৎস ৫টি। যথা:

১. যাকাত
২. সাদাকাহ
৩. ওয়াক্ফ ও ক্যাশ ওয়াক্ফ
৪. অনুদান
৫. অন্যান্য।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য রয়েছে সুবিন্যস্ত সাংগঠনিক কাঠামো, যাতে রয়েছে:

ক) উপদেষ্টা পরিষদ: এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৪ জন। এর মধ্যে বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ ছিলেন কনভেনার বা আহবায়ক। বাকি ১৩ জন পরিষদ সদস্য।

খ) গভর্নিং বডি: এ বডির সদস্য সংখ্যা ১১ জন। এর মধ্যে নিয়াজ রহিম হলেন চেয়ারম্যান। বাকি ১০ জন গভর্নিং মেম্বার।

গ) শরী'য়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড: এ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৯ জন। এর মধ্যে ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী আহবায়ক। বাকি ৮ জন শরীআহ সদস্য। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে একদল দক্ষ ও নিবেদিত কর্মকর্তা ও কর্মীবাহিনী, যারা সুনির্দিষ্ট ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করছে (Ayub 2024, 5-8)।

সংস্থার যাকাত বিতরণ কর্মসূচি

দরিদ্রতা হ্রাসে বাংলাদেশে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে সেগুলোর মধ্যে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট বা CZM অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘকাল যাবত বিভিন্ন মাধ্যম থেকে যাকাত কালেকশন করে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের অধ:স্তন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা দারিদ্রপীড়িত ও অভাবী এবং সমস্যাগ্রস্ত মানুষদের জীবনমান উন্নয়ন ও দরিদ্রতা নিরসনে জন্য কাজ করছে। সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এবং মিয়া মুহাম্মদ আইউব রচিত '*দারিদ্র্য বিমোচন ও যাকাত ব্যবস্থাপনা কৌশল*' শীর্ষক বইয়ে তাদের যে সকল কর্মসূচী ও কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে তা দরিদ্রতা হ্রাস করার জন্য চমৎকার। তথাপি ভবিষ্যতে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্রতা হ্রাসে আরো বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারলে যাকাতের আসল উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আশা করা যায়। নীচে তাদের যাকাত বিতরণের কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

- **জীবিকা: আয়বর্ধন ও মানব উন্নয়ন কর্মসূচি**

এ কর্মসূচির কার্যক্রমগুলো হলো: টেকসই আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন, হতদরিদ্র পরিবার নির্বাচন, যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলা, যাকাত তহবিল হস্তান্তর, সঞ্চয় তহবিলকে উৎসাহিত করা, তৃণমূল সংগঠন বা (জিআরও), কর্পোরেট ইনিশিয়েটিভ ফর পোভার্টি এলিভিয়েশন (সিআইপিএ)

- **ইনসানিয়াত: জরুরি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি**

এ কর্মসূচির কার্যক্রমগুলো হলো: দুঃস্থদের খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অসুস্থতার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জরুরি চিকিৎসা, পুনর্বাসন, ঋণ পরিশোধ, শীতবস্ত্র বিতরণ, শিশুদের শিক্ষা সহায়তা, শারীরিক প্রতিবন্ধী/বয়স্কদের জন্য বিশেষ সহায়তা।

- **ফেরদৌসিঃ দুঃস্থ নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি**

এ কর্মসূচির কার্যক্রমগুলো হলো: প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান ও সচেতনতা তৈরি করা, পেশাদার ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য সহকারীর মাধ্যমে সো প্রদান, দু:স্থ মহিলা ও শিশুদের বিশেষ যত্ন, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, জরুরি ও রেফারেল সেবা, প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা।

- **গুলবাগিচাঃ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা ও পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচি**

এ কর্মসূচির কার্যক্রমগুলো হলো:প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক/আলিম পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান, মাধ্যমিক পর্যায়ে আবাসিক সুবিধা, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীর জন্য ১০০% বৃত্তির ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ও কুরআনিক ভাষা শিক্ষা, হাফেজদের হেফজ সংরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়তা, শিশুদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

- **জিনিয়াসঃ স্নাতক পর্যায়ের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি**

এ কর্মসূচির কার্যক্রমগুলো হলো: স্নাতক পর্যায়ে মেধাবী সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, ক্যারিয়ার গঠন ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনে বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা, চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান, আত্মবিশ্বাস তৈরির জন্য কাউন্সেলিং।

- **নৈপুণ্য বিকাশঃ দরিদ্র বেকার যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি**

এ কর্মসূচির কার্যক্রমগুলো হলো: উপযুক্ত কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি, বেকার দরিদ্র যুবক ও যুব মহিলাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণের জন্য মাসিক বৃত্তি প্রদান, উপযুক্ত পেশা নির্বাচনে সহায়তা প্রদান।

- **দাওয়াহঃ সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি**

এ কর্মসূচির কার্যক্রমগুলো হলো: যাকাতকে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে প্রচার করা, যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম/অথবা সরঞ্জামের ব্যবহার, যাকাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা, যাকাতের সঠিক হিসাব নিরূপণ, যাকাত ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ইত্যাদি (Ayub 2024, 10-16)।

সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল ও কর্মসূচি

বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনৈতিক অবকাঠামোর আওতায় দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন ধরনের মডেল এবং পদ্ধতির পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে বাস্তবে দেখা যায় যে, এ সব মডেল দারিদ্র্য বিমোচনে খুব বেশি কার্যকর হয়নি। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ মহাজনদের কাছ থেকে নতুন ঋণ নিয়ে ঋণের কিস্তিগুলো পরিশোধের জন্য ঋণচক্র তৈরি হয়েছে। দারিদ্র্যবিমোচনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে আরও ব্যাপক। সিজেডএম এর যাকাত ভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী

বাস্তবায়নে প্রচলিত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রমকরে 'জীবিকা' নামে একটি সমন্বিত আয়বর্ধন ও জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, জীবিকা প্রকল্পগুলো ইক্যুইটি ক্যাপিটাল হস্তান্তর, দক্ষতা বিকাশ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা সহায়তা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার অভিগম্যতা তৈরি, নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, স্যানিটেশন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের উজ্জীবনের মাধ্যমে দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করা এবং সামাজিক সচেতনতাবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় সফল হয়েছে। এ সফলতায় গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে :

- **যাকাতের হকদার চিহ্নিতকরণ**

সিজেডএম জনবলের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সমাজের আনাচে-কানাচে অসহায় দরিদ্র যারা যাকাত পাওয়ার অধিকার রাখে তাদেরকে খুঁজে বের করা, তাদের সংগঠিত করা, তাদের কাছে যাকাত তহবিল এবং সেবা পৌঁছে দেয়া, তাদেরকে যাকাত ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল গ্রহণে অভিভাবকের মত সাহায্য করা, তহবিলের সংরক্ষণ ও হিসাব রাখা, বিনিয়োগে উপযুক্ত পরামর্শ দেয়া। আল কুরআনের আলোকে যাকাতের হকদার সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য জরিপ পরিচালনা করে তাদের যাকাত প্রাপ্তির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা। এতে স্বাভাবিকভাবেই 'ফুকারা' ও 'মাসাকীন' তথা হতদরিদ্র পরিবারগুলো প্রাধান্য পায়। 'ফুকারা' শ্রেণির লোকজন হচ্ছেন তারা, যাদের তেমন কোনো সম্পদ নেই বা উপার্জন করারও সামর্থ্য নেই যা তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। তারা মূলতঃ 'অনুৎপাদনশীল' জনগোষ্ঠী যেমন শারীরিক প্রতিবন্ধী, অসহায় এতিম শিশু, বয়োবৃদ্ধ, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ইত্যাদি। এরূপ জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক চাহিদাপূরণের কর্মসূচি নেয়া হয়। যেমন: তাদেরকে খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, আবাসন ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়। অপরদিকে, 'মাসাকীন' হচ্ছে উপার্জন-সক্ষম (উৎপাদনশীল) দরিদ্র্য পরিবার যাদের উপার্জন এত কম যে, তা দিয়ে তাদেও প্রয়োজন পূরণ হয় না। এরূপ উৎপাদনশীল পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা ও চাহিদা নিরূপণ করে তাদেরকে আয়-বর্ধক কাজে নিয়োজিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়। যেমন, তাদেরকে মূলধন ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণদেয়া হয়।

- **জাতীয় নীতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা**

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন নীতিমালা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিজেডএম জীবিকা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। এসডিজি-র বেশকয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা জীবিকা কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জন করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

- **সমন্বিত বহুমুখী কর্মসূচি**

সিজেডএম মনে করে যে, একটি পরিবারে দারিদ্র্য পরিস্থিতি কোনো একক কারণে সৃষ্টি হয় না। এর নানা কারণ থাকতে পারে। আর সেজন্য দারিদ্র দূরীকরণের

কর্মসূচিও হতে হবে বহুমুখী ও সমন্বিত। সিজেডএম-এর জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি একটি সমন্বিত কর্মসূচি যার আওতায় মূলধন সরবরাহ, নিয়মিত সঞ্চয়, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, শিশু শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবন, তৃণমূল দল প্রতিষ্ঠা, আয় বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। এসব কিছুই দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের উপাদান হিসেবে কাজ করে।

- **দলগত উদ্যোগ**

সিজেডএম-এর জীবিকা কর্মসূচি মূলতঃ একটি দলগত বা ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ। পাড়া-প্রতিবেশী ও একই এলাকার ২৫-৩০ টি পরিবার নিয়ে একটি তৃণমূল সংগঠন (Grass Roots Organization-GRO) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সংগঠনে নির্বাচিত সভাপতি, সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ থাকে। তারা প্রতি সপ্তাহে সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের আয়-উপার্জনের কৌশল ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সম্মিলিত পরামর্শ ও প্রচেষ্টায় তাদের জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা চালান। শান্তিতে বসবাসের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বজায় থাকা অপরিহার্য। সিজেডএম-এর প্রতিটি কর্মসূচি সদস্যদের আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

- **সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তহবিল**

লক্ষ্য করা গেছে যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে অংশটি উৎপাদনশীলকাজ করতে সক্ষম, তাদের প্রধান সংকট হচ্ছে পুঁজির অভাব। ঋণগ্রহণ করে পুঁজি গঠন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও তা টেকসই হয় না। যাকাত যেহেতু দরিদ্র্যের অধিকার এবং তা কোনো করুণা নয়, সেহেতু যাকাত প্রাপককে মালিকানাসহ তহবিল হস্তান্তর করা হয়। সিজেডএম এ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ হাতে দেয়ার পরিবর্তে বিনিয়োগের সুবিধার্থে দলগত যৌথ ব্যাংক হিসাবে সদস্যদের সম্মতিতে তহবিল হস্তান্তর করে। যাকাত থেকে প্রাপ্ত তহবিল ও ব্যক্তিগত সঞ্চয় নিয়ে তাদের জন্য একটি 'সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তহবিল' গঠন করা হয় এবং তারা সম্মিলিত পরামর্শের ভিত্তিতে নিজ নিজ বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি করে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তহবিল পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা রয়েছে।

- **ব্যবস্থাপনা সেবা**

তৃণমূল সংগঠনের সদস্যরা সক্ষমতার অভাবে স্বল্প পুঁজি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পেরে আবার যাতে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে নিপতিত না হয় সে কৌশল গ্রহণ করার জন্য সিজেডএম হতদরিদ্র্য পরিবারগুলোর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পণ্যক্রয় ও বাজারজাতকরণ, ব্যাংকিং সুবিধা সহজীকরণ, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করে। এজন্য জিআরও সদস্যদের সম্মতি নিয়ে সিজেডএম-এর প্রশিক্ষিত জনবলকে তাদের সেবায় নিয়োজিত করা হয়। যাকাত কর্মীরা ব্যবসা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে হিসাব রাখা পর্যন্ত নানাবিধ বিষয়ে তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে।

- **সরকারী পরিষেবা প্রাপ্তির অভিগম্যতা**

জনগণের কল্যাণে নানাবিধ পরিষেবা প্রদানের জন্য রয়েছে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও দফতর। কিন্তু দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী ঐসব সংস্থা থেকে সহজে প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিতে সক্ষম হয় না। সিজেডএম- এর কর্মীরা প্রকল্পের হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে সরকারি পরিষেবা পেতে সাহায্য করে। অপরদিকে, যাকাত প্রাপকদের কাছে তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য মোবাইল ও কম্পিউটার প্রযুক্তির লভ্যতা সহজ করার চেষ্টা চালায়। সরকারি সুবিধা পাওয়া ও নিজস্ব পণ্য উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার ও বাজারজাতকরণে তথ্য প্রাপ্তি বিরাট অবদান রাখতে পারবে।

- **নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উজ্জীবন**

সিজেডএম উন্নয়নের দর্শন হিসেবে 'মাকাসিদ আল শরীয়াহ'কে দিক-নির্দেশক মনে করে। এর অর্থ হচ্ছে মানব জীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের কল্যাণ সাধন করাই হচ্ছে উন্নয়নের সূত্র। ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সুনাগরিক তৈরিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সিজেডএম তার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারকে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার চেষ্টা চালায়। জীবিকা প্রকল্পের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পুরাপুরি শরীয়ার নির্দেশনার আলোকে হয়ে থাকে। এ বিষয়ে যোগ্য আলেম ও পণ্ডিতদের নিয়ে গঠিত সিজেডএম শরীআহ সুপারভাইজরি বোর্ড প্রয়োজনীয় নীতিমালা, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে।

- **অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা**

সিজেডএম মনে করে যে, দারিদ্র্যবিমোচন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া (Top to bottom) বাস্তবসম্মত নয়। বরং যে কোনো কর্মসূচির তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করে (Bottom up approach) তাদের চাহিদা ও পরামর্শের আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দরিদ্র্য পরিবারের মহিলাদেরকে তাদের জীবনমান উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংযুক্ত করা হয়। পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আল কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সিজেডএম পরিচালিত জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পের দলীয় সদস্যদের সাথে পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্রও গঠিত হয় সব তৃণমূল সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। আবার সিজেডএম এরকেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থায় একক কোন নেতৃত্বের প্রাধান্য নেই।সব পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব ও ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করা হয়।

- **অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা**

বাংলাদেশের সমাজে ৯০% ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠী বসবাস করলেও বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নৃতাত্ত্বিক উপজাতিও বাস করে। তাদের মধ্যেও রয়েছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব উন্নয়ন কর্মসূচিতে কোনোভাবেই তাদেরকে

বাদ দেয়া হয়না। ইসলামের যাকাত সাদাকা, ওয়াকফ ইত্যাদি ব্যবস্থা রয়েছে যার আওতায় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সিজেডএম কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিজেডএম মাতৃগর্ভের শিশুর যত্ন নেয়া থেকে শুরু করে মৃত্যুপথযাত্রী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সেবা পর্যন্ত নানাবিধ কাজ করে থাকে। এছাড়া ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

সংস্থার অন্যান্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

সংস্থার মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের কিছু মূল দিক হলো:

- বিশেষ দল গঠন: প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, এতিম, বিধবা, গৃহহীন পরিবারসহ অক্ষম ব্যক্তিদের একটি বিশেষ তালিকা তৈরি করে তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়।
- খাদ্য সহায়তা: বিশেষ দলের সদস্যদের মাসিক খাদ্য বিতরণ।
- চিকিৎসা সেবা: বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান, প্রয়োজন হলে উচ্চতর চিকিৎসার জন্য রেফারেল ব্যবস্থা (Referral System)।
- প্রতিবন্ধীদের সহায়তা: হুইল চেয়ারসহ বিশেষ ডিভাইস সরবরাহ।
- পরিধেয় বস্ত্র ও শীতবস্ত্র: বছরে অন্তত দুটি পোশাক ও শীতকালীন বস্ত্র প্রদান।
- ঘর নির্মাণ: গৃহহীনদের জন্য বসবাসযোগ্য ঘর তৈরি।
- আয়-বর্ধক কার্যক্রম: সদস্যদের ব্যবসায় বিনিয়োগ সহায়তা, পণ্য ক্রয়, যৌথ ব্যবসা উদ্যোগ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণ।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা
- ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য উৎসাহিত করা (Ayub 2023, 88-99)।

এই সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনের সামগ্রিক মান উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়।

সংস্থার কার্যক্রমের পর্যালোচনা

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (CZM) দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করছে। তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। যাকাত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দরিদ্রদের সহায়তা করা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।
- CZM শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদান করেই দায়িত্ব শেষ করছে না, বরং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তারা দারিদ্র্য বিমোচনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।
- প্রতিষ্ঠানটি যাকাত ব্যবস্থাপনায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করছে, যা মুসলিম

সমাজে যাকাত আদায় ও বিতরণের কার্যকারিতা বাড়াচ্ছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাকাত বিতরণের ফলে এটি দরিদ্রদের জন্য একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে।

- যদিও প্রতিষ্ঠানটি দারিদ্র্য লাঘবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, তবে এলাকা ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং বৃহৎ আকারে অর্থায়নের মাধ্যমে কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। যদি দরিদ্রদের পর্যাপ্ত অর্থ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে স্বনির্ভর করা যায়, তাহলে তারা ভবিষ্যতে যাকাত গ্রহণের পরিবর্তে যাকাত প্রদানকারীতে পরিণত হতে পারে।
- যেহেতু CZM একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, তাই সরকারি সহযোগিতা ও নীতিগত সহায়তা পেলে এটি আরও কার্যকরভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখতে পারবে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সমন্বয় হলে দরিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে আরও সুসংগঠিতভাবে কাজ করা সম্ভব হবে।
- সঠিক পরিকল্পনা ও শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে CZM ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক পরিসরে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করতে পারবে। ইসলামের নীতিমালার আলোকে যাকাত ব্যবস্থাপনার এই উদ্যোগ সম্প্রসারিত হলে দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূলের পথ সুগম হবে।

'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট' এর সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

সারা দেশব্যাপী কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী এ প্রতিষ্ঠানটির যেমন রয়েছে সফলতা তেমনি রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। সংস্থাটির অন্যতম সফলতা হলো:
বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য এলাকায় স্বল্প পরিসরে তারা যাকাতের কার্যক্রম পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এতে করে গোটা দেশে মানুষের মধ্যে যাকাত সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হয়েছে যা অদূর ভবিষ্যতে যাকাত এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করা যায়। পাশাপাশি পুরো কার্যক্রমের মাধ্যমে দিন দিন দারিদ্র্য হ্রাসের উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার কারণে ধীরে ধীরে এটি একটি মডেলে পরিণত হচ্ছে। তবে সফলতার বিপরীতে অত্র প্রতিষ্ঠানটির কিছু ঘাটতি অনস্বীকার্য। যেমন:

- **সরকারি ক্ষমতার অভাব**

CZM একটি বেসরকারি সংস্থা, যা সরকারি কর্তৃপক্ষ নয়। ফলে তাদের যাকাত উত্তোলন ও বিতরণে বাধ্যবাধকতা প্রয়োগের ক্ষমতা নেই।

- নির্ভরতা ও নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতা

যাকাত উত্তোলনের জন্য তারা শুধুমাত্র আবেদন ও অনুরোধ করতে পারে, কিন্তু যাকাত দাতাদের বাধ্য করতে পারে না। এ কারণে তারা এলাকা ভিত্তিক যাকাত উত্তোলন ও বণ্টনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না।

- **সীমিত তহবিল ও অর্থায়ন**

বাধ্যতামূলক যাকাত ব্যবস্থাপনা না থাকায়, যাকাত উত্তোলন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা

অনুযায়ী করা সম্ভব হয় না। ফলে বৃহৎ পরিসরে দরিদ্রতা নির্মূল কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

সঠিকভাবে যাকাত উত্তোলন ও বণ্টন করা গেলে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব। তবে CZM-এর তহবিল সীমাবদ্ধ থাকায়, তারা স্বল্প পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য হচ্ছে। তবে সরকারি সহায়তা, বাধ্যতামূলক যাকাত ব্যবস্থাপনা, এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এটি আরও কার্যকরভাবে দরিদ্রতা নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারবে।

সুপারিশমালা

- দেশ-বিদেশে অবস্থানকারী 'সাহিবে নেসাব' তথা যাদের ওপর যাকাত ফরয, তাদেরকে CZM-এর হাত কে শক্তিশালী করার জন্য এবং যাকাতের সম্পদ সঠিকভাবে হকদারের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাদের যাকাতের অংশ উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রদান করতে হবে।
- দারিদ্র্য হ্রাসে সরকারের যাকাত ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন।
- যাকাত ব্যবস্থাপনার জন্য আইন প্রণয়ন করা জরুরি।
- কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সরকারি নিয়ন্ত্রণে একটি জাতীয় যাকাত বোর্ড গঠন করতে হবে, যা বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়মের আওতায় পরিচালিত করবে।
- ধর্মীয় ইবাদত হিসেবে যাকাত উত্তোলন ও বণ্টনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- সুদভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।
- প্রতিটি জেলায় স্থানীয়ভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে যাকাত বিষয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা দরকার।
- মসজিদের ইমাম ও খতীবদের নিয়ে উপজেলাভিত্তিক যাকাতবিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।
- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্টকে শক্তিশালী করতে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করা জরুরি।
- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এর ন্যায় যাকাত ব্যবস্থাপনায় সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে আরো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। ক্রমান্বয়ে প্রতিটি জেলায় স্থানীয়ভাবে এরকম প্রতিষ্ঠান হলে এলাকার লোকজনের দরিদ্রতা হ্রাস সহজ হবে।
- যাকাত ব্যবস্থাপনায় 'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট'কে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সকল দেশের সাথে যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় করলে বিশ্বমানবতা যেমন উপকৃত হবে তেমনি

ইসলামের সর্বজনীনতা প্রমাণিত হবে।

- যাকাত আদায় ও বন্টনের মৌলিক উদ্দেশ্য হতে হবে দরিদ্রতা হ্রাস করে স্বাবলম্বী করা ও ভবিষ্যতে যাকাত প্রদান করার যোগ্য লোক তৈরি করা।
- সংস্থা কর্তৃক পুনর্বাসিত প্রতিটি ব্যক্তিকে ভবিষ্যত টার্গেটে টেকসই উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন, উপজেলাভিত্তিক যাকাত দাতা ও গ্রহীতার তালিকা তৈরি করে স্থানীয়ভাবে তা সম্পন্ন করা।

ফলাফল

সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে যাকাত উত্তোলন ও বন্টনের মধ্য দিয়ে দরিদ্রতা হ্রাস হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বিচ্ছিন্নভাবে বা অপরিকল্পিতভাবে যাকাত দিলে ধনী গরীবের ব্যবধান বাড়বে। এ জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বা রাষ্ট্রীয় আইনের অধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিতভাবে যাকাত দিলে এর সুফল পাওয়া যাবে। যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস করার জন্য এবং এর সুফল পেতে আলোচ্য গবেষণার ফলাফল নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা দেশের প্রতিটি অঞ্চলের অভাবী ও সমস্যাগ্রস্থ মানুষের কাছে তাদের যাকাতের হক সঠিকভাবে পৌছে দেয়ার কাজ করে যাচ্ছে। ফলে অসংখ্য মানুষ দরিদ্রতার কষাঘাত থেকে রেহাই পেয়েছে। সমাজের যাকাত দাতাগণ এগিয়ে আসলে উক্ত প্রতিষ্ঠান আরো শক্তিশালী হবে।
- দরিদ্রতা হ্রাসকরণে যাকাত ও যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিকল্প নেই। সুদি ঋণ ও সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় সেটা আজ প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে ধ্বংস করেন আর যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।
- যাকাত একটি আবশ্যকীয় ফরয। এটি আর্থিক ইবাদাত ও বটে। এ ইবাদাত সমাজ ও মানবকল্যাণে প্রবর্তিত হয়েছে। মুসলিম সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্রতা হ্রাসকরণে এর কোনো বিকল্প নেই।
- ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচলিত যাকাত বিলি-বণ্টন ব্যবস্থা সঠিক ও যথাযথ নয়। এটি ভয়ংকর ও বিপজ্জনক। এর মাধ্যমে যাকাতের সঠিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে না। লোক দেখানো এ কাজে ইসলাম প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং ধনী-গরীবের ব্যবধান বাড়ছে। এটা একটা প্রহসন। হয় এ ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে না হয় এটা বন্ধ করতে হবে।
- যাকাত তার হকদারের কাছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পৌঁছে দেবে- এটা ইসলামের নীতি। রাষ্ট্রের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় আইনের অধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এ দায়িত্বপালন করে থাকে। উক্ত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের হয়ে সমাজ ও দেশ থেকে দরিদ্রতা হ্রাসে যাকাত ব্যবস্থাপনা করবে। তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো 'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট'।

- যাকাতের অর্থ সঠিক হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করে এর মাধ্যমে পরিকল্পিত কর্মসংস্থান ও টেকসই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে সমাজ ও দেশ থেকে ধীরে ধীরে দরিদ্রতা নিরসন হবে। আর সে লক্ষ্যেই 'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট' (CZM) দেশব্যাপী তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক স্তম্ভ, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। এটি দরিদ্রতা দূরীকরণে অন্যতম কার্যকর উপায়, যার সঠিক বাস্তবায়ন সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাজমান আর্থসামাজিক বৈষম্য হ্রাস করতে সক্ষম। যাকাত ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হলে ইসলামী জ্ঞানার্জন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় দায়িত্ববোধের বিকাশ অপরিহার্য।

পাশাপাশি একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও এর সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব। তবে বর্তমানে ব্যক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমে যাকাত বিতরণের প্রচলিত রীতিগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যাকাতের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হচ্ছে। আধুনিক সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সুদগ্রস্ত ঋণের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমাগত দারিদ্র্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে, যা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

যাকাত প্রদানকারীদের উচিত সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করা, যাতে এটি শুধু সাময়িক সহায়তা হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে পারে। অর্থাৎ, যাকাতের ব্যবস্থাপনা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে একজন দরিদ্র ব্যক্তি ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হয়ে নিজেও যাকাত প্রদান করতে সক্ষম হন। যাকাত ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যোগ্য, ধর্মপরায়ণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা আবশ্যক।

যাকাত ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হলে সৎ, নিষ্ঠাবান এবং দরিদ্রবান্ধব জনশক্তিকে কাজে লাগানো অপরিহার্য। সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে যাকাত অর্থনীতির অন্তর্নিহিত লক্ষ্য -দরিদ্রতা নিরসন ও সমাজে ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা- অর্জন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট' (CZM) হতে পারে একটি উত্তম আদর্শ। আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত যাকাতের বিভিন্ন দিক ও নির্দেশনার ভিত্তিতে এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হলে সমাজ থেকে দরিদ্রতার অভিশাপ দূর হবে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে মানবসমাজ ও রাষ্ট্র উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

al-Bukhārī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad Ibn Ismāʿīl. 1422H. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Edited by: Muḥammad Zuhair Ibn Nāṣir al-Nāṣir. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh

al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān Ibn Muḥammad. 2003. *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-'Arba'ah.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al-Kāsānī, 'Alā al-Dīn Abū Bakr Ibn Mas'ūd Ibn Aḥmad. 1986. *Badāi'u al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Sharāi'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. 1427H. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

al-Qarḍāwī, Yūsuf. 1973. *Fiqh al-Zakāt*. Beirut: Muassasah al-Risālah

Ibn Ḥajar, Abū al-Faḍl Aḥmad Ibn 'Alī al-'Asqalānī. 1371H. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cairo: Dār al-matba' al-Slafiyyah

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn 'Abd Allāh Ibn Aḥmad. 1985. *al-Mughnī*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī

Ayub, Miah Mohammad. 2023. *Zakat Bebosthapona O Daridro Bimoucon Kowshol*. Dhaka: Center For Zakat Management

- 2024. *Zakat bonchito manuser odikar*. Dhaka: Center For Zakat Management

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ṭūsī. Nd. *'Iḥyā al-'Ulūm al-Dīn*. Berut: Dār al-Ma'arifah

al-Māwardī, Abū al-Ḥasanʿ Alī Ibn Muḥammd. 1999. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Edited by:ʿAlī Muḥammad & ʿĀdil Aḥmad. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah

Banglapedia. N.d. "দারিদ্র্য." Accessed January 19, 2025. https://bn.banglapedia.org/index.php?title=দারিদ্র্য

Ḥamawī, Ṣubḥī. 2000. *al-Munzid Fī al-lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣir*. Beirut: Dār al-Mashriq.

Hossain, Belayet. 2021. "Zakat Nite 40 bachore pododolit hoye nihoto 300 jon" *Jugantor,* May 21. Accessed Mar. 11, 2025. https://www.jugantor.com/opinion/420671

Rabbani, Muhammad Ruhul Amin, and Muhiuddin Qasemi. 2021. *Adhunik Prekhapote Zaskater Bidhan*. Dhaka: Bangladesh Islami Law Research & Ligal Aid Centre

Rahman, Mohammad Hamidur and Abul Kalam Mohammad Obaidullah. 2021. ''Bangladeshe Zakat Bebosthapona: Ekti Porjalocona'' *Islami Ain O Bichar*, 17(66), 133-162

World Bank. 2024. *The Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Overview*. Washington, DC: The World Bank. https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet.